

মুক্তিযুদ্ধ: ৪৬তম লিখিত
প্রশ্নোত্তর: মো: নাসিম হোসেন

❖ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ:

- প্রতিষ্ঠা: ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি, ফজলুল হক মুসলিম হল, ঢাকা।
- প্রতিষ্ঠার কারণ: মুসলিম লীগ ভাষা আন্দোলনের বিপক্ষে ছিল
- প্রতিষ্ঠাতা: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- স্লোগান: শিক্ষা, শান্তি, প্রগতি। এজন্য ছাত্রলীগের পতাকায় তারকা ৩টি
- মতাদর্শ: বাঙালি জাতীয়তাবাদ
- মুসলিম শব্দটি বাদ- ১৯৫৩ সালে
- বাংলাদেশ ছাত্রলীগ নামকরণ হয়- ৮মার্চ, ১৯৭১ সালে।

★ ছাত্রলীগের অবদান:

০১. ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ (১৯৫২)
০২. যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অবদান (১৯৫৪)
০৩. শিক্ষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ (১৯৬২)
০৪. আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ (১৯৬০)
০৫. গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ (১৯৬৯)
০৬. মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণ (১৯৭১)

❖ বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান: [***]

০১. পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা
 ০২. আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা
 ০৩. ভাষা আন্দোলন
 ০৪. যুক্তফ্রন্ট গঠন
 ০৫. শিক্ষা আন্দোলন
 ০৬. ৬ দফা আন্দোলন
 ০৭. আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন
 ০৮. গণ-অভ্যুত্থান
 ০৯. ৭০ এর নির্বাচন
- উপরের টপিকসমূহের বিস্তারিত লিখতে হবে।

❖ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ:

★ প্রতিষ্ঠার কারণ:

০১. দেশ ভাগের পর কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগে বাঙালিদের কোণঠাসা হওয়া।
০২. দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান হওয়ার বাঙালিদের স্বপ্নভঙ্গ।
০৩. পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল মুসলিম ও গণমানুষের বাঙালিদের অধিকার আদায়ের প্রেরণা।
০৪. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে (১৯৪০) দেশভাগ না হওয়ায় বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসন লাভের ব্যাপক উৎসাহিত হওয়া।

★ প্রতিষ্ঠা:

১৯৪৯ সালের ২৩ শে জুন, রোজ গার্ডেন, ঢাকা।

★ প্রতিষ্ঠাতা:

শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ইয়ারে মোহাম্মাদ খান, শওকত আলী

- সভাপতি- ভাসানী
- সম্পাদক- শামসুল হক
- যুগ্ম সম্পাদক- বঙ্গবন্ধু (জেলে থাকা অবস্থায়)

★ মূলনীতি:

বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা (এ জন্য আওয়ামী লীগের পতাকায় ৪টি তারকা)

★ **অসাম্প্রদায়িক চেতনা:**

অসাম্প্রদায়িক চেতনার জন্য ১৯৫৫ সালে মুসলিম শব্দটি বাদ যায়।
ইশতেহার ছিল - ৪২ দফা

★ **৪২ দফা ইশতেহারের উল্লেখযোগ্য দফাসমূহ:**

০১. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
 ০২. জনগণের সার্বভৌমত্ব
 ০৩. বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা
 ০৪. পাট ও চা শিল্প, জাতীয়করণ
 ০৫. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ
 ০৬. সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ
 ০৭. কৃষকদের মধ্যে ভূমি বন্টন।
- 'আওয়াম' অর্থ- জনগণ এবং লীগ অর্থ- দল। অর্থাৎ, আওয়ামী লীগ হলো- জনগণের দল।
- সভাপতি হয়েছেন- এ পর্যন্ত ৬ জন
- শেখ হাসিনা সভাপতি হয়েছেন- ১৯৮১ থেকে ৯ বার
- প্রতীক- নৌকা
- প্রথম নির্বাচন- ১৯৫৪ সালে।
- **অবদান:**
০১. ভাষা আন্দোলনে অংশ নেয় (সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামি পরিষদ গঠন)
 ০২. ১৯৫৪ - যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নেতৃত্ব
 ০৩. ১৯৫৬ - কেন্দ্রীয় সরকার গঠন
 ০৪. ১৯৬২ - আইয়ুব বিরোধী নিউক্লিয়াস গঠন
 ০৫. ১৯৬৬ - সালে ৬ দফা
 ০৬. ১৯৬৯ - সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলের আইয়ুব বিরোধী DAC (Democratic Action Commite) গঠন।

❖ **পাকিস্তানের বৈষম্য: [***]**

০১. রাজনৈতিক বৈষম্য
০২. প্রশাসনিক বৈষম্য
০৩. সামরিক বৈষম্য
০৪. অর্থনৈতিক বৈষম্য
০৫. শিক্ষা বৈষম্য
০৬. সামাজিক বৈষম্য
০৭. সাংস্কৃতিক বৈষম্য

★ **পাকিস্তানের রাজনৈতিক বৈষম্য:**

- ১) কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও অনীহা।
- ২) গনতন্ত্রকে উপেক্ষা করে স্বৈর ও সামরিকতন্ত্র বাস্তবায়ন
- ৩) সংখ্যাগরিষ্ঠের বসবাস ঢাকায় হলেও রাজধানী করাচিতে স্থাপন।
- ৪) ১৯৪৭-৭১ পর্যন্ত-
 - ২১১ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৯৫ জন বাঙালি
 - আইয়ুব খানের ৬২ জন মন্ত্রীর মধ্যে ২২ জন বাঙালি
 - ৪ জন রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে বাঙালি ১ জন
 - পূর্ব বাংলায় ৪ জন গভর্নরের মধ্যে বাঙালি ১ জন
 - সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী থেকে ইফ্রান্দার মীর্জা বরখাস্ত করেন
 - যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ৫৬ দিনের মাথায় ভেঙ্গে দেয়া
 - বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনকে আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত করা হয়
 - ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর ১৮ জন মন্ত্রীর মধ্যে মাত্র ৪ জন বাঙালি।

★ পাকিস্তানের প্রশাসনিক বৈষম্য:

১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের প্রশাসনিক চিত্র:

খাত	প্রেসিডেন্ট সচিবালয়	দেশরক্ষা	শিল্প	স্বরাষ্ট্র	শিক্ষা	আইন	কৃষি
বাঙালি	১৯%	৮.১%	২৫.৭%	২২.৭%	২৭.৩%	৩৫%	২১%
অ-বাঙালি	৮১%	৯১.৯%	৭৪.৩%	৭৭.৩%	৭২.৭%	৬৫%	৭৯%

সূত্র: ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান ডন পত্রিকার তথ্য

১৯৫২ সালের আরেক তথ্যে দেখা যায়-

- সচিব- ৯৫ জনের সবাই পাকিস্তানি
- যুগ্মসচিব- ১৯ জনের ১ জন বাঙালি
- উপসচিব- ৫৯ জনের ৪ জন বাঙালি

সামরিক অফিসার

পদবী	জেনারেল	মেজর জেনারেল	বি.জে. জেনারেল	নৌ-বাহিনী অফিসার	কর্নেল	বিমান বাহিনী
বাঙালি	০	০	০	৭	১	৪০
অ-বাঙালি	৩	২০	৩৪	৫৯৩	৪৯	৬৪০

Source: Gradation last of Civil service of Pakistan 1955, 1 July

★ পাকিস্তানের সামরিক বৈষম্য:

- সামরিক ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি:
 - পাঞ্জাবী- ৬০%
 - পাঠান- ৩০%
 - সিন্ধু, বেলিচ ও অন্যান্য- ৫%
- ১৯৫৫ সালে ২২১১ জন কর্মকর্তাদের মধ্যে বাঙালি ছিলো- ৮২ জন।
- ১৯৬৬ সালে ১৭ জন শীর্ষ সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে বাঙালি ছিল- ১ জন।
- ড. আলীম আল রাজী তার “Process of Economic Disparity” নিবন্ধে ১৯৬৬ সনে বলেন, “সামরিক কর্মসংস্থানের ৩.৯% ছিল বাঙালি।”
- ১৯৬৭-৬৮ অর্থবছরে সামরিক ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানে বরাদ্দ ছিল- ২৮৮৮ কোটি টাকা এবং পূর্ব পাকিস্তানে বরাদ্দ ছিল ২৮৮ কোটি টাকা।

★ পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য:

- কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বীমা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র ছিল- পশ্চিম পাকিস্তানে।

তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বরাদ্দ-

পঞ্চবার্ষিক নং	বাঙালিদের জন্য	পশ্চিমাদের জন্য
১ম	১১৩ কোটি রুপি	৫০০ কোটি রুপি
২য়	৯০০ কোটি রুপি	১৩৫০ কোটি রুপি
৩য়	৩৬%	৬৩%

- ১৯৫৬ সালের মোট ব্যয়ের ৫.১০% ছিলো পূর্ব পাকিস্তানের জন্য।
- ১৯৬৯ সালে ইসলামাবাদের উন্নয়নে বরাদ্দ- ৩০০ কোটি টাকা এবং ঢাকার জন্য বরাদ্দ- ২৫ কোটি টাকা
- জাতীয় উৎপাদনের ৫২% ও বৈদেশিক মুদ্রার ৫৭.৫৯% সরবরাহ করত পূর্ব পাকিস্তান
- ১৯৫৯- ৬০ অর্থবছরে বাজার দর ছিল-

পণ্য	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১ মন চাল	৩৫ টাকা	২০.২৫ টাকা
১ মন আটা	২৫ টাকা	১৫.২০ টাকা
সরিষার তেল	৫ টাকা	২.৫০ টাকা

★ শিক্ষায় পাকিস্তানের বৈষম্য:

- ১৯৫৬-৫৭ অর্থবছরে শিক্ষায় পশ্চিম পাকিস্তানে বরাদ্দ- ২০৮৪ মি. টাকা এবং পূর্ব পাকিস্তানে- ৭৯৭ মি. টাকা
- ৩৫টি বৃত্তির মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান- ৩০টি এবং পূর্ব পাকিস্তানে- ৫টি
- শিক্ষায় মাথাপিছু বরাদ্দ পশ্চিম পাকিস্তানে ৮.৬৩ টাকা, আর পূর্ব পাকিস্তানে ৫.৬৩ টাকা
- পশ্চিম পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয় ৬টি এবং পূর্ব পাকিস্তানে ছিল- ২টি
- মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিম পাকিস্তানে ১৭টি এবং পূর্ব পাকিস্তানে- ৯টি

★ সামাজিক বৈষম্য:

১৯৭১ সালের চিত্র [সূত্র: উচ্চমাধ্যমিক পৌরনীতি, মোজাম্মেল হক]

শ্রেণি	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব-পাকিস্তান
১. জনসংখ্যা	৫.৫০ কোটি	৭.৫০ কোটি
২. চিকিৎসক	১২,৭০০	৭৬০০
৩. হাসপাতালের বেড	২৬,০০০	৬,০০০
৪. পল্লী স্বাস্থ্য	৩২৫	৮৮
৫. শহর সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র	৮১	৫২
৬. ভাষা	উর্দু- ৩.২৭%	বাংলা- ৫৬%

❖ **যুক্তফ্রন্ট:**

মুসলিম লীগ ভাষা আন্দোলনের বিপক্ষে থাকায় মুসলিম লীগ বিরোধী ৪টি রাজনৈতিক দলের জোট হয়- যুক্তফ্রন্ট। ১৯৫৩ সালের অক্টোবরে আওয়ামী মুসলিম লীগের ময়মনসিংহ সম্মেলনে যুক্তফ্রন্ট গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট।

★ চারটি দল:

দল	নেতা
০১. আওয়ামী মুসলিম লীগ	- ভাসানী
০২. কৃষক শ্রমিক পার্টি	- ফজলুল হক
০৩. বামপন্থী গণতন্ত্রী পার্টি	- হাজী মোহাম্মাদ দানেশ
০৪. নেজামে ইসলামী-	

★ প্রতীক: নৌকা

★ গঠনের কারণ:

- ০১. মুসলিম লীগের ভাষা আন্দোলনে বিতর্কিত অবস্থান
- ০২. অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ।
- ০৩. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব।
- ০৪. পশ্চিমা বৈষম্য মোকাবেলা।

★ গঠনের প্রস্তাব:

- ★ নেতৃত্বে - আওয়ামী মুসলিম লীগ
- ★ নেতা - একে এম ফজলুল হক
- ★ নির্বাচন - ৮-১০ মার্চ, ১৯৫৪
- ★ ফলাফল - ৩০৯টি আসনের মধ্যে ২২৩টি লাভ করে
- ★ মুখ্যমন্ত্রী - একে এম ফজলুল হক
- ★ মন্ত্রিসভা - ১৪ সদস্যের
- ★ কনিষ্ঠ মন্ত্রী - বঙ্গবন্ধু
- ★ ইশতেহার ২১ দফা:
 - ০১. রাষ্ট্রভাষা বাংলা
 - ০২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ
 - ০৩. পাট জাতীয়করণ

০৪. সমবায় কৃষি ব্যবস্থা
০৫. পূর্ব পাকিস্তানের লবণ তৈরির কারখানা স্থাপন
০৬. মোহাজেরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা
০৭. খাল-খনন, সেচ ব্যবস্থা করে দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা।
০৮. শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা।
০৯. অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা
১০. মাতৃভাষায় শিক্ষাদান
১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন
১২. প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচন।
১৩. ঘৃষ, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ।
১৪. জন নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিনেন্স প্রভৃতি রদ।
১৫. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা
১৬. বর্ধমান হাউজকে ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে (বর্তমান বাংলা একাডেমিতে রূপান্তর)
১৭. শহীদ মিনার নির্মাণ
১৮. ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা
১৯. ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুসারে পূর্ব বাংলাকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান।
২০. যুক্তফ্রন্ট সরকার কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াবে না।
২১. আইন পরিষদের আসন শূন্য হলে ৩ মাসের মধ্যে উপ-নির্বাচন।

★ তাৎপর্য:

০১. বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি সমর্থন।
০২. সাংস্কৃতিক বৈষম্য দূরীকরণে একীভূত।
০৩. রাজনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
০৪. বাংলা ভাষা ও ভাষা আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।
০৫. স্বাধীনতার পথ মসৃণ হয়।

❖ **বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন:**

- ১১ মার্চ, ১৯৪৮: “রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই” শ্লোগান দিয়ে সচিবালয় গেইট থেকে গ্রেপ্তার হন। প্রথম গ্রেপ্তার হওয়ার মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। ঐদিন মোট গ্রেপ্তার হন- ৬৯ জন।
- ১৫ মার্চ, ১৯৪৮: মুক্তি পান
- ১৬ মার্চ, ১৯৪৮: বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশ হয় (ঢাবি)
- ১৬-২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২: ফরিদপুর কারাগারে ১২ দিন অনশন করেন। সাথে ছিলেন- মহিউদ্দিন আহমেদ।

❖ **ভাষা আন্দোলনের কারণ: [***]**

০১. অ-বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীয়করণ:

- | | |
|---------------|---------------------------|
| গভর্নর | - আলী জিন্নাহ্ |
| প্রধানমন্ত্রী | - লিয়াকত আলী খান |
| মুখ্যমন্ত্রী | - খাজা নাজিম [অ-বাঙ্গালি] |

➤ ১৯৪৭ সালে ১৮ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৪ জন বাঙালি

০২. শুরুতেই বাঙালিদের প্রতি অবহেলা:

- অফিস, আদালত, ডাকটিকেট, স্ট্যাম্প, পোস্টকার্ড, খাম ও টিকেটে ইংরেজির পাশাপাশি উর্দুর ব্যবহার।
- ১৯৪৭ সালের নভেম্বরের সিভিল সার্ভিস পরিক্ষায় ইংরেজি, উর্দু, হিন্দি, ফ্রেঞ্চ ও জার্মানসহ ৯টি ভাষা ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়, সেখানে বাংলা ভাষা ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয় নাই। অথচ কোন প্রদেশের ভাষা উর্দু ও ইংরেজি ছিল না। সাধারণ মানুষের মধ্যে ভাষা ব্যহারের হারে বাংলা - ৫৬.৪০%, উর্দু - ৩.৩৭%, ইংরেজি ছিল- ০.০২%।

০৩. ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান:

- ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮- করাচিতে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে গণপরিষদের ভাষা ইংরেজির পাশাপাশি উর্দুর সাথে বাংলা ব্যবহারের প্রস্তাব করেন।
- ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮- ধীরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয় এবং প্রত্যাখ্যাত হয়।

০৪. লেখক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের লেখনী:

- ১৯১৮ : ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করেন।
১৯২১ : নওয়াব আলী চৌধুরী বাংলাকে অবিভক্ত বাংলার রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করেন।
১৯৪৭ : “দৈনিক আজাদ পত্রিকা” বাংলাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার নিবন্ধ লেখেন।
জলুই ১৯৪৭ : আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি. ড. জিয়া উদ্দিন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করলে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ “দৈনিক আজাদ পত্রিকায়” প্রতিবাদ নিবন্ধ লেখেন।
১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ : তমুদ্দন মজলিস কর্তৃক “পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু” পুস্তিকা প্রকাশ করে। সম্পাদনায় আবুল মনসুর আহমেদ, আবুল কাশেম ও কাজী মোতাহার হোসেন।
ডিসেম্বর ১৯৪৮ : ঢাকা অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন-
“আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি...”

০৫. আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব :

১৯৪৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান (বাঙালি) নিখিল পাকিস্তান শিক্ষক সম্মেলনে এবং ১৯৪৮ সালে “শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড” এর সভায় আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব করেন।

০৬. জিন্নাহর দৃষ্টি:

- ২১ মার্চ, ১৯৪৮ - রেসকোর্স ময়দানে
২৪ মার্চ, ১৯৪৮ - কার্জন হলে সমাবর্তনে

“Urdu and only Urdu Shall be the state
Language of Pakistan.”

০৭. খাজা নাজিমের বিশ্বাসঘাতকতা:

- ২৭ জানুয়ারি ১৯৫২ সালে - জিন্নাহর বক্তব্য রিপোর্ট করেন
৩০ জানুয়ারি ১৯৫২ সালে - ছাত্র ধর্মঘট
৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ - সারাদেশে ধর্মঘট

০৮. লিয়াকত আলী খানের ঘোষণা :

সেপ্টেম্বর ১৯৫০ - জিন্নাহর ভাষণ রিপোর্ট

০৯. স্বায়ত্ত্ব শাসনের চেতনা:

লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন না হওয়ায় বাঙালি স্বায়ত্ত্বশাসনের চেতনায় উদগ্রীব ছিল।

১০. বৈষম্য:

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, সামরিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বৈষম্য।

❖ **ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য: [***]**

১. বাঙালি জাতীয়তার উন্মেষ:

বাঙালির স্বতন্ত্র স্বত্তা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন উদগ্রীব/সাহসী হয়।

২. সাংস্কৃতিক আন্দোলন স্বাধিকার আন্দোলনে রূপ নেয়:

ভাষার জন্য আন্দোলনটি সর্বস্তরের মানুষ ৩টি কারণে অংশ নেয়-

ক) পাঞ্জাবী আমলা ও সেনাচক্রের গণবিরোধী

খ) অর্থনৈতিক শোষণ

গ) বাঙালিদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ

সর্বস্তরের মানুষের এই অংশগ্রহণ স্বাধিকার আন্দোলনে উজ্জীবিত করে।

৩. বাঙালির অধিকার সচেতন হয়:

ন্যায়সঙ্গত দাবিতে সচেতন থাকে।

৪. সংগ্রামী চেতনার সূচনা:

সংগ্রামী চেতনার উন্মেষ ঘটে।

৫. স্বাভাবিকবোধের বিকাশ:
পাকিস্তানে বসবাস করলেও স্বতন্ত্র স্বার্থ, অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে বাঙালিদের স্বাভাবিকবোধের বিকাশ ঘটে।
৬. ছাত্র সমাজের গুরুত্ব বৃদ্ধি:
সংস্কৃতি ও একাত্মবোধের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ একাত্মবোধের মাধ্যমে দাবি আদায় সম্ভব হয়।
৭. অসম্প্রদায়িক চেতনা সৃষ্টি:
হিন্দু, মুসলিম ধর্মকে গুরুত্ব না দিয়ে বাঙালি হিসেবে অসম্প্রদায়িক সমাজ সৃষ্টি করেছে।
৮. শহীদ মিনার:
সাহস, সহায় ও নির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

❖ ১৯৫৬ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য-

০১. ইসলামী প্রজাতন্ত্র:
প্রধানমন্ত্রী- মুসলিম।
০২. লিখিত:
 - পৃষ্ঠা : ১০৫
 - ভাগ/অংশ: ১৩টি
 - তালিকা : ৬টি
 - অনুচ্ছেদ : ২৩৪টি
০৩. পরিবর্তনীয়:
২/৩ ভোটে সংশোধনী হত।
০৪. প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার:
ভোটে নির্বাচিত সরকার বিদ্যমান ছিল।
০৫. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার:
কেন্দ্র ও প্রদেশে পৃথক শাসন ছিল।
০৬. সংসদীয় সরকার:
সরকার ছিলো সংসদীয়।
০৭. মৌলিক অধিকার:
আদালত সংরক্ষণ করবে। রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থার সময় স্থগিত করতে পারবে।
০৮. রাষ্ট্রীয় নির্দেশক নীতি:
ভারত ও আয়ারল্যান্ডের মত আদর্শ অন্তর্ভুক্ত।
০৯. যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত:
কেন্দ্র ও প্রাদেশিক আদালত সংবিধান ব্যাখ্যা ও স্থগিত করতে পারত।
১০. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
১১. সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ

বি: দ্র: ১৯৫৮ সালে এই সংবিধান বাতিল করা হয়।

❖ মৌলিক গণতন্ত্র (Basic Democracy):

গণতন্ত্র হলো প্রত্যক্ষ ভোটে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন। অপরদিকে, মৌলিক গণতন্ত্র হলো পরোক্ষ ভোট/ মধ্যবর্তী প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া। প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের অনুপস্থিতি ছিল। প্রত্যক্ষ ভোটে মধ্যবর্তী জনপ্রতিনিধি তৈরি করা হত। এদেরকে Electoral College বলা হত।

১৯৫৯ সালের ৩০ এপ্রিল থেকে ০১ মে পর্যন্ত গভর্নরদের সভায় আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র (বাংলাদেশে) গৃহীত হয়।

১. স্বায়ত্তশাসিত সকল প্রতিষ্ঠান বাতিল ঘোষণা
২. চারস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার
 - i ইউনিয়ন কাউন্সিল
 - ii থানা

iii জেলা

iv কেন্দ্র

৩. দুই পাকিস্তানে ৪০,০০০+৪০,০০০= ৮০,০০০ ইলেকটোরাল কলেজের সদস্য ছিলো। তারা ভোট দিয়ে প্রথমে ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য নির্বাচন, ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্যগণ চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন। চেয়ারম্যানগণ পর্যায়ক্রমে আইনসভার সদস্য নির্বাচন করেন এবং আইন সভার সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন।

❖ শিক্ষা আন্দোলন:

শরীফ শিক্ষা কমিশন :

- গঠন: ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫৮
- প্রধান: পাক শিক্ষাবিভাগের সাবেক সচিব এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক এম. এম. শরীফ
- সদস্য: ১১ জন (৭ জন পশ্চিম পাকিস্তানের এবং ৪ জন পূর্ব পাকিস্তানের)
 ১. RU সাবেক VC মমতাজ উদ্দীন
 ২. ঢাকা শিক্ষা বোর্ড প্রেসিডেন্ট আব্দুল হক
 ৩. ঢাবি অধ্যাপক আতোয়ার হোসেন
 ৪. ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অধ্যক্ষ ড. এ রশীদ
- প্রতিবেদন প্রকাশ- ৬ আগস্ট, ১৯৫৯
- ৩টি বৈশিষ্ট্যকে ছাত্রসমাজ মানতে পারেনি-
 ০১. উচ্চ শিক্ষা হবে ইংরেজিতে
 ০২. উর্দুকে মুষ্টিমেয় লোকের ভাষা না করে জনসাধারণের ভাষা করা
 ০৩. আর্বতনিক শিক্ষার ধারণাকে অবাস্তব কল্পনা ঘোষণা করা।
- আন্দোলনকারীদের অন্যতম:
 ০১. শহিদ বাবুল
 ০২. শহিদ মোস্তফা
 ০৩. শহিদ ওয়াজীউল্লাহ
 ০৪. আতাউর রহমান খান
 ০৫. আবু হোসেন সরকার
 ০৬. শেখ মুজিবুর রহমান
 ০৭. ইউসুফ আলী চৌধুরী
 ০৮. শাহ আজীজুর রহমান
 ০৯. সৈয়দ আজীজুল হক প্রমুখ

❖ ৬ দফা আন্দোলন: [***]

★ ৬-দফা আন্দোলনের সময়কাল:

১৯৬৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ

★ ৬-দফা আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত:

৬ দফা, আগরতলা মামলা, গণঅভ্যুত্থান ও আইয়ুব সরকারের পতন, ১৯৭০ এর নির্বাচন এবং মুক্তির সংগ্রামের সূত্রপাত।

★ ৬ দফার পটভূমি:

০১. লাহোর প্রস্তাবের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অনুপস্থিত
০২. পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পের ও ব্যবসায়ের কাঁচামালের যোগানদাতা কলোনিতে পরিণত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান
০৩. ক্রমবর্ধমান বৈষম্য
০৪. “ভারত-পাকিস্তান- ১৯৬৫ যুদ্ধ” পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান অরক্ষিত হয়ে যায়।

★ ৬-দফা উত্থাপনের ইতিহাস:

১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৬৫ সালের কাশ্মীর যুদ্ধের অবসান হয়। তাই তাসখন্দ চুক্তি পর্যালোচনার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধীদলীয় রাজনীতিবিদরা ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে একটি জাতীয় সম্মেলন ডাকেন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি নসরুল্লাহ খান শেখ মুজিবুর রহমানকে সম্মেলনে যোগ দিতে বলেন। শেখ মুজিব চাননি। তিনি শাহ আজীজুর রহমানের নেতৃত্বে প্রতিনিধি পাঠাতে চেয়েছিলেন। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক মানিক মিয়া “মুজিবুর মিয়া, যদি যেতেই হয়, আপনি যান। আর আপনার মনে

এককাল যে কথাগুলো আছে, সেগুলো লিখে নিয়ে যান। ওরা শুনুক, না শুনুক এতে কাজ হবে।” বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি যাবেন। লাহোরে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন তার টকিং পয়েন্ট লিখে দেয়ার জন্য বাঙালি সিএসপি কর্মকর্তা রুহুল কুদ্দুসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুকে ৭-দফা লিখে দেন। ৭ম দফায় গভর্নরের শাসন সম্পর্কে ছিল। যেহেতু আওয়ামী লীগ একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাই ৭ম দফা বাদ দিয়ে তাজউদ্দীন আহমেদ ও নরুল ইসলামকে নিয়ে শেখ মুজিব লাহোরে যান।

এই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার দাবি সংবলিত একটি কর্মসূচি ঘোষণা করেন যার শিরোনাম ছিল, “আমাদের বাঁচার দাবি”। ইতিহাসে এটি ছয় দফা কর্মসূচি নামে পরিচিত। প্রকাশ থাকে যে, বঙ্গবন্ধু তৎকালীন কর্মসূচল “আলফা ইস্পুরেসে” বসে যে খসড়া তৈরি করেন সেখান থেকে সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরী কপিটি ঢাকার সাক্ষ্য “দৈনিক আওয়াজ” এ ছাপিয়ে দেন।

[সূত্র: তৎকালীন দৈনিক পত্রিকা]

প্রকাশ থাকে যে, ছয় দফা দাবিসমূহ নিয়ে ১৯৬১ সালে কার্জন ঢাবির অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক নরুল ইসলাম ও রেহমান সোবহান পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল।

৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ : লাহোরে বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনের ১ম দিনে আওয়ামী লীগ এর সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিব ৬ দফা উত্থাপন করেন।

- ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ : ঢাকা বিমানবন্দরে শেখ মুজিব সাংবাদিকদের ৬-দফা খোলাসা করেন
- ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ : আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে অনুমোদন
- ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ : “আমাদের বাঁচার দাবি” শিরোনামে ৬-দফা পুস্তিকা প্রকাশ করে আওয়ামী লীগ
- ২৩ মার্চ, ১৯৬৬ : লাহোর আনুষ্ঠানিক ভাবে উত্থাপন
- ১৭ এপ্রিল, ১৯৬৬ : শেখ মুজিব ৬-দফার প্রথম খেণ্ডার হন (মোট ৮ বার খেণ্ডার হন)
- ০৭ জুন, ১৯৬৬ : ৬ দফার দাবিতে হরতাল, মুনু মিয়াসহ ১২ জন শহীদ
- ২৫ মার্চ, ১৯৭১ : ৬-দফা আন্দোলন শেষ

* দাবিসমূহ :

দফা নম্বর	দফার বিষয়বস্তু
১ম দফা	The establishment of a federal form of government with parliament to be the supreme point of power, directly elected by universal adult suffrage; লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশন রূপে গড়িতে হইবে। অর্থাৎ, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন থাকিবে।
২য় দফা	The federal government would control only defence and foreign policy, leaving all other subjects to the federating states of East and West Pakistan; ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়। বাকি সব থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে
৩য় দফা	The two wings would have separate but (freely convertible currency) currencies or if any currency, separate fiscal policies to prevent the flight of capital from East to West Pakistan; মুদ্রা সংক্রান্ত ক্ষমতা: মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু ২টি বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছেন। ৩.ক: পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ২টি সম্পূর্ণ পৃথক অর্থ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। দুই অঞ্চলে ২টি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকিবে। মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যাংক পরিচালনা করবে প্রাদেশিক সরকার। অথবা, ৩.খ: দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এবিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।
৪র্থ দফা	The federal government would have no power of taxation. It would share in state-taxes for the needs of foreign and defence affairs. সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা ও কর ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে এবং সেই করের নির্দিষ্ট অংশ ফেডারেল তহবিলে জমা হবে
৫ম দফা	Each of the federating states would have the power to enter into trade agreements with foreign countries. They would also have full control over their earned foreign exchange. বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে। ফেডারেল সরকারের চাহিদার জন্য প্রাদেশিক সরকার যুক্তিযুক্ত হারে চাহিদা মেটাবে।
৬ষ্ঠ দফা	The states would have their own militias or para-military forces. প্যারা মিলিশিয়া বাহিনী গঠন: পূর্ব পাকিস্তান মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ।

[সূত্র: “আমাদের বাঁচার দাবি: ৬ দফা কর্মসূচি” শেখ মুজিবুর রহমান, তারিখ: ৪ঠা চৈত্র, ১৩৭২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬]

★ **উপর্যুক্ত দফাসমূহ বাঙালি জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করে কেননা**

১. লাহোর প্রস্তাবের প্রতি শ্রদ্ধা (দফা-১)
২. শোষণমুক্তির জন্য পৃথক মুদ্রা (দফা-৩)
৩. সকল প্রদেশকে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান (দফা -৫)
৪. যেহেতু ৩টি বাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে সেহেতু পৃথক প্যারা মিলিশিয়া বাহিনী হলে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার সুরক্ষা হবে।

★ **৬-দফা আন্দোলনের তাৎপর্য : [***]**

১. **বাঙালির বাঁচার দাবি:**

৬ দফার শিরোনাম ছিল বাঙালির বাঁচার দাবি। ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ যে পুস্তিকা প্রকাশ করে তার শিরোনামও ছিল “আমাদের বাঁচার দাবি”।

২. **জাতীয়তাবাদের বিকাশ:**

প্রথম ৪টি দফাই জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটায়।

৩. **সংগ্রামের শক্তি:**

মুক্তি সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে ৬ দফা আন্দোলনের মাধ্যমে।

৪. **বাঙালির ম্যাগনাকার্টা:**

বঙ্গবন্ধুর মতে ৬ দফা বাঙালির মুক্তির সনদ বা ম্যাগনাকার্টা। এটি বাঙালির অধিকারের দলিল বলে বঙ্গবন্ধু লাহোর থেকে ফিরে ঢাকা বিমান বন্দরে এমন মন্তব্য করেন।

৫. **৭০'র নির্বাচন ইশতেহার:**

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ইশতেহার ছিল ৬ দফা বাস্তবায়ন।

৬. **শপথ গ্রহণ:**

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ ৬ দফার আলোকে শপথ নেন।

৭. **১১ দফায় অন্তর্ভুক্ত:**

১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি প্রকাশিত ১১ দফায় বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা অন্তর্ভুক্ত হয়।

৮. **DAC- এর ৮ দফায় অন্তর্ভুক্ত:**

১৯৬৯, ৪ জানুয়ারি ৮ দলের জোট Democratic Action Committee (DAC) যে ৮-দফা দেয় তার মধ্যে ৬-দফা গুরুত্ব পায়।

❖ **আগরতলা মামলা:**

বৈঠক: ১৯৬১-৬২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ সিএসপি কর্মকর্তা ও সামরিক কর্মকর্তাগণ ত্রিপুরার সচিবালয়ে কংগ্রেস নেতার সাথে বৈঠক করেন।

মামলা: ০৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮

মামলার শিরোনাম: ‘রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য’ শিরোনামে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা করে পাকিস্তান সরকার।

অভিযোগ: শেখ মুজিবসহ ৩৫ জন আসামি পাকিস্তানকে পৃথক করে ভারতের সাথে সংযুক্তির জন্য ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনারের বাসভবনে বৈঠক করে।

প্রধান আসামী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার: ১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৮

ট্রাইব্যুনাল বিচারক: বিচারপতি এম.এ রহমানের

বিচার শুরু: ১৯ জুন, ১৯৬৮

বঙ্গবন্ধুর আইনজীবী ছিল: উইলিয়াম থমাস [(UK) বাঙালিরা পাঠায়]

মামলা প্রত্যাহারের জন্য হয়: ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান

❖ **গণ-অভ্যুত্থান: [***]**

★ **SAC:**

১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি গঠন করা হয় Students Action Committee বা সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। ডাকসু সদস্য, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নসহ মোট ১০ জন ছাত্র নেতা এই পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই পরিষদের আস্থায়ক ছিলেন তৎকালীন ডাকসু ভিপি তোফায়েল আহমেদ। তিনি গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে ১১ দফা ঘোষণা করেছিলেন।

★ ১১ দফা:

- ১ম দফা : ৬২'র শিক্ষানীতি বাতিল
- ২য় দফা : ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
- ৩য় দফা : ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা
- ৪র্থ দফা : বেলুচিস্তান, সিন্দু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সাব ফেডারেশন গঠন
- ৫ম দফা : ব্যাংক, বীমা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করা
- ৬ষ্ঠ দফা : কৃষকের করভার লাঘব
- ৭ম দফা : শ্রমিকদের অধিক মজুরি
- ৮ম দফা : পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ
- ৯ম দফা : জরুরি আইন রহিতকরণ
- ১০ম দফা: SEATO ও CENTO থেকে পাকিস্তানের নাম প্রত্যাহার
- ১১শ দফা: রাজবন্দীর মুক্তি

★ DAC:

১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি গঠন করা হয় Demoartic Action Committee বা সর্বদলীয় সংঘ। ভাসানীর নেতৃত্বে ৮টি রাজনৈতিক দল ড্যাক গঠিত হয়। রাজনৈতিক দলগুলো ছিল—

১. পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
২. NAP (ভাসানী)
৩. NDF
৪. জমিয়ত উল ইসলাম
৫. পাকিস্তান মুসলিম লীগ
৬. জামাতে ইসলামী
৭. নেজামে ইসলামী
৮. পাকিস্তান আওয়ামী লীগ

★ গণ-অভ্যুত্থানের কারণ:

১. বৈষম্য
২. মৌলিক গণতন্ত্র
৩. ৬-দফা আন্দোলনকে স্তিমিত করার চেষ্টা
৪. আগড়তলা মামলা
৫. জাতীয়তাবাদের উত্থান
৬. ১১-দফায় সকল শ্রেণি জনতার অধিকারের উল্লেখ
৭. ৬-দফার প্রস্তাব
৮. দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
৯. গণতন্ত্রহীনতা

★ গণ-অভ্যুত্থানের ফলাফল:

১. ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সালে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তি
২. আইয়ুব খানের পতন
৩. নতুন প্রেসিডেন্ট ইয়া হিয়া খান কর্তৃক Legal Framework Order জারি
৪. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং আওয়ামী লীগের জয়লাভ
৫. মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণা।

❖ **Legal Framework Order:**

১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ তারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়া হিয়া খান Legal Framework Order প্রদান করেন। এর মূল বিষয়বস্তু ছিল—

১. ইসলামি ভাবধারার রক্ষণ হবে।
২. দুই পাকিস্তানে নিয়মিত সাধারণ নির্বাচন হবে।
৩. নাগরিকদের জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকবে।
৪. উভয় অঞ্চলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা থাকবে।
৫. বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা থাকবে।
৬. ১২০ দিনের মধ্যে জাতীয় পরিষদের সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে।
৭. নিম্নোক্তভাবে আসন বন্টনের ভিত্তিতে পরবর্তী (১৯৭০ সালে) সাধারণ নির্বাচন হবে

জাতীয় পরিষদের আসন:

প্রদেশ	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত নারী আসন	মোট আসন
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭	১৬৯
পশ্চিম পাঞ্জাব	৮২	৩	৮৫
সিন্ধু	২৭	১	২৮
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২৫	১	২৬
বেলুচিস্তান	৪	১	৫
মোট আসন	৩০০	১৩	৩১৩

প্রাদেশিক পরিষদের আসন বন্টন

প্রদেশ	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত নারী আসন	মোট আসন
পূর্ব পাকিস্তান	৩০০	১০টি	৩১০টি
পাঞ্জাব	১৮০	০৬টি	১৮৬টি
সিন্ধু	৬০	০২টি	৬২টি
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	৪০	০২টি	৪২টি
বেলুচিস্তান	২০	০১টি	২১টি
মোট আসন	৬০০	২১টি	৬২১টি

❖ ৭০'র নির্বাচনের ফলাফল ও তাৎপর্য: [***]

- ভোটার: পূর্ব পাকিস্তানে ৩.১২ কোটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ২.৫২ কোটি
- পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ৭৫.১১% ভোটে জয়লাভ করে।
- আওয়ামী লীগ আসন
 - জাতীয় পরিষদ : ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টি
 - প্রাদেশিক পরিষদ : ৩১০ আসনের মধ্যে ২৯৮টি
- শতকরা হিসেবে আওয়ামী লীগ ৯৮.৭% আসন লাভ করেছে

❖ তাৎপর্য :

১. বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান।
২. আওয়ামী লীগের ১৬৭টি আসনে জয়লাভ সংগঠন ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায়।
৩. ৬ দফা ইশতেহার হওয়ায় মুক্তির আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি হয়।
৪. ঔপনিবেসিক শোষণ থেকে মুক্তির চেতনার উদ্ভব হয়।
৫. জাতীয় ঐক্যের প্রকাশ ঘটে।
৬. দুই পাকিস্তানে আশা- আকাঙ্ক্ষার ভিন্নতা প্রকাশ পায়। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ কোনো আসন পায়নি এবং পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান পিপলস পার্টি কোনো আসন পায়নি। একদিকে ছিল পাকিস্তানি ইসলামি প্রজাতন্ত্র এবং অপরদিকে রয়েছে ৬ দফা।
৭. বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের পটভূমি রচনা হয়।